NITIRUTNABULLY.

BY

POORNANUNDO GHOSE

BEERBHOOM-SCHOOL.

নীতি রত্নাবলী।

শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ ঘোষ

দ্বারা প্রণীত।

কলিকাতা।

পটলডাঙ্গা ১৬ নং মির্জ্জাফর্ণ লেন।

গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭২। ১৮৬৫

বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হওয়া ও সেই গ্রন্থ সাধারণের গ্রহণ যোগ্য হওয়া অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নহে। মাদৃশ ব্যক্তির তদ্রূপ আশা নিতান্ত দুরাশা মাত্র, তথাপি অনেক কারণে এই গ্রন্থের প্রণয়ন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ আমি অবকাশ মতে এক একটী প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হই এবং কতকগুলি রচিত হইলে এক দিবস আমার কতিপয় বন্ধু তাহা দর্শন করিয়া ছাপাইতে অনুরোধ করেন। দ্বিতীয়তঃ আমার শিক্ষক মহাশয়ের অনুরোধাতিশয় অলঙ্ঘনীয় বোধ হওয়াতে এই "নীতি রত্নাবলী" নামক ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রকটিত করিতে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে কেবল কতকগুলি নীতিগর্ভ প্রবন্ধ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। বালকেরা পরমেশ্বর বিষয়ক কতকগুলি নিয়ম অবগত হইতে পারিবে, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনে যে সম্পূর্ণ

রূপ কৃতকার্য্য হইয়াছি, কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত প্রত্যাশা করি না। তবে সুহৃদয় পাঠক-গণ কৃপা কটাক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে এ নবলেখক সাতিশয় অনুগৃহীত ও সফল-শ্রম হইবে সন্দেহ নাই।

বীরভূমস্কুল।
শ্রীপূর্ণানন্দ ঘোষ।
নিবাস পাঁচত্তোপী।

নীতিরত্নাবলী।

দেশীয় ধার্ম্মিক আখ্যাধারীর বিষয়।

আমরা স্ত্রী পুত্রাদির প্রতিপালন ও তাহাদের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করি। সুতরাং জগৎ পিতার আরাধনা করিতে আমরা প্রকৃষ্ট রূপ সময় প্রাপ্ত হই না। এতদ্দেশীয় কোন কোন গৃহাশ্রমিকে যদিও ধর্ম্মের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায় বটে, তথাপি সেই সকল ব্যক্তিকে পরিবার প্রতিপালন জন্য কিঞ্চিৎ সময়ও যাপন করিতে হয়, সুতরাং তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিতে পারেন না। কামনা শূন্য তপস্যাই যথার্থ তপস্যা, সেই তপস্যার দ্বারাই চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালের লোকেরা কিছুকাল সংসারাশ্রমে থাকিয়া পরিণতাবস্থায় পরিবারের মায়া জাল ছিন্ন করতঃ বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া পরম পিতা পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন, এবং পরিশেষে যোগমার্গে তনু ত্যাগ করিয়া মুক্তি

প্রাপ্ত হইতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহা অণুমাত্র দৃষ্ট হয় না। এক্ষণে লোকে নানা উপভোগে কাল যাপন করিয়া ধর্ম্ম আরাধনা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া থাকে, কিন্তু কেহ কেহ স্ত্রী পুত্রাদির বিয়োগে কাতর হইয়া সংসারাশ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হয়েন, কেহ কেহ বা ধনশূন্য হইয়া মনোদুঃখে জগৎ পিতার আরাধনায় নিযুক্ত হয়েন, এইরূপে দুঃখে না পড়িলে ধর্ম্মের প্রতি কাহারও ঐকান্তিক শ্রদ্ধা জন্মে না। ভোগাভিলাষী ব্যক্তিরা কদাচ ঐ পথ গ্রহণ করিতে সম্মত হয়েন না। যদি সংসারে লিপ্ত কোন ব্যক্তিকে যোগপথে পদার্পণ করিতে অনুরোধ করা যায়, তবে সেই ব্যক্তি অবশ্যই রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়েন সন্দেহ নাই। সেই সকল ব্যক্তি সংসারাশ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশুবৎ আচারে প্রবৃত্ত হইয়া অবিনশ্বর ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না, যে সংসার কেবল নৃত্য শালা স্বরূপ, উক্ত ব্যবসায়ী নটেরা যখন ঐ কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে তখন কৃত্রিম নানারূপ দেবতার আভিরূপ্য সাজাইয়া শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করে এবং তাহা সমাপ্ত হইলে সেরূপ আর কিছুই থাকে না, সকলেই একাবয়ব হয়, সেইরূপ কিছু দিন পরে পৃথিবীস্থ জীব সকল এক স্থানে

বিলীন হইবে, এবং সেই আমাদের অনন্তকাল বাসের স্থান, অতএব সেই স্থানে যাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ ধর্ম্ম সঞ্চয় করা আবশ্যক, ইহা লোকের হৃদয় ক্ষেত্রে একবারও উদয় হয় না, কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম একেবারে বিস্মৃত হইয়া থাকেন।

সাংসারিক কর্ম্মে এককালে মগ্ন হওয়া উচিত নহে।

সাংসারী লোকের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না, যাঁহারা পূর্ব্বে অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা কিরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছেন তাহা বর্ণন করা লেখনীর সাধ্য নহে। পূর্ব্বে যে সকল রাজারা চন্দন রস ধৌত মণিময় শয্যায় শয়ন করিয়া সুখানুভব করিয়াছিলেন, এবং সুবর্ণপাত্রে পান ভোজন করিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তদ্বংশীয় রাজারা পর্ণ শয্যায় শয়ন ও পর্ণপুটে বারি পান করিতেছেন, অতএব দেখ সাংসারী লোকের অবস্থা চিরকাল সমান নহে, এইহেতু সংসারে আসিয়া তাহাতে একবারে লিপ্ত থাকা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে, তাহা হইলে এই অসার সংসারে আসিয়া সার বস্তু ধর্ম্মোপাসনায় মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে

কথিত আছে “মৃগ তৃষ্ণা সমংবীক্ষ্য সংসারং ক্ষণ ভঙ্গুরং। সজ্জনৈঃ সংগতিং কুর্য্যাৎ ধর্ম্মায়চ সুখায়চ॥” এই বাক্যটী মনে করিয়া সংসারে অবস্থিতি করা সকলের পক্ষেই উচিত। লোকে সাংসারিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম একেবারেই পরিত্যাগ করিতেছে, তাহারা মিথ্যা কথন ও অবৈধ ইন্দ্রিয় সেবন করিতেছে, এবং প্রিয়নাশকে হৃদয়ের শল্য স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, শোকে ও মোহে অভিভূত হইতেছে। সংসার কেবল বিষবৃক্ষ, তাহাতে দুইটী মাত্র সুরস ফল বিদ্যমান্ আছে, একটী কাব্যরূপ অমৃত রসের আস্বাদন, আর একটী সজ্জনের সহিত সমাগম। যত্নের অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব যত্ন পূর্ব্বক ঐ দুইটী সুরস ফলের রসাস্বাদনে যত্নবান হইলে ধর্ম্মও তদনুসঙ্গিক সুখ লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই। দুঃখময় সংসারে আসিয়া অবিনশ্বর সুখরত্ন উপার্জ্জন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি বল সেই সুখ কিরূপে উৎপন্ন হয়? তাহার উত্তর এই যে, জগদীশ্বরের শুভকর নিয়ম সমুদায় পালন করিলে সেই সুখের উৎপত্তি হয় এবং সজ্জনের সঙ্গ লাভ করিলে সেই সুখ উপার্জ্জনে সামর্থ্য হয়। অতএব হে মানব-গণ! এক্ষণে অনন্য কর্ম্মা হইয়া সজ্জনের সঙ্গ লাভ কর, কদাচ সাংসারিক কর্ম্মের অত্যন্তাশক্তিতে ছন্দাংশেও গমন করিও না। প্রাণ রূপ বিহঙ্গ কখন কোন্

দুর্লক্ষ্য তন্তু অবলম্বন করিয়া পলাইয়া যাইবে কে বলিতে পারে, অতএব এই বেলা সতর্ক হও।

মনুষ্যকে চিরজীবন সুখী হইবার জন্য করুণাময় পরমেশ্বর-দত্ত কতকগুলি পবিত্র নিয়ম আছে, সেই নিয়ম ব্রতে আমাদিগকে ব্রতী হইতে হয়, সেই পবিত্র নিয়ম গুলি কি, তাহা ক্রমে লিখিত হইতেছে। মনুষ্যদিগের প্রভূত মান সম্ভ্রম বিপুল যশ সচ্ছন্দতা কেবল জগৎপিতা জগদীশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনের ফল, মনুষ্যেরা নানা প্রকার ব্যাধি দ্বারা দুঃখ ভোগ করে, তাহা কেবল তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের গুরুতর প্রতিফল, নিয়ম লঙ্ঘন কারীরা এক দিনের জন্যও সুখী নহে, অতএব হে মানবগণ! সাধ্যানুসারে তাঁহার পবিত্র নিয়ম সকল প্রতিপালন কর। তিনি যে কয়েকটী নিয়মের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা এই, প্রথমতঃ অসৎসঙ্গকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, এবং সৎসঙ্গের সঙ্গী হইয়া বিদ্যা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা উচিত, হে মানবগণ! ইহার অন্যথা ভাব হইলে তোমরা অশেষ ক্লেশ ভোগ করিবে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ আপনার শরীর ও মনকে নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া সৎকর্ম্মে রত হও, শরীর অপরিস্কৃত ও কলঙ্কযুক্ত থাকিলে সমুদায় পৃথিবী দুঃখাগার স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। তৃতীয়তঃ আলস্য বা অতি পরিশ্রম করা

কদাচ উচিত নহে। চতুর্থতঃ শিষ্টাচার প্রদর্শন দ্বারা সকলের প্রিয়পাত্র হও ভ্রমেও কাহাকে কুকথা বলিওনা, যাহা বলিলে লোকে দুঃখ পায় তাহা বলা মনুষ্যের পক্ষে উচিৎ নহে। পঞ্চমতঃ কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইও না, তাহাদিগকে বশীভূত রাখিয়া সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণে অপার সুখের উদ্ভব হয়। যদি বল পরমেশ্বর ঐ সকল রিপু কি জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন? তাহার উত্তর এই, যে তিনি অকারণে কদাচ কোন বস্তুর সৃষ্টি করেন নাই, তবে ধর্ম্মের সহিত ঐ সকল রিপু ব্যবহার করা মনুষ্যের পক্ষে উচিত। ষষ্ঠতঃ জগদীশ্বরকে একান্ত মনে ভক্তি করা উচিত। সপ্তমতঃ সর্ব্বক্ষণ জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, তাহা হইলে জগদীশ্বরের সকল কার্য্য সুন্দর রূপে অবগত হওয়া যায় সন্দেহ নাই। এই সুখ-রাজ্যে আগমন করিয়া সুখের অন্বেষণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সেই সুখ কি তাহা মানব জাতির অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারে, যেহেতু তাহাদের ধারণা শক্তি আছে, অন্য সাধারণ ধারণা বুদ্ধি সত্বে আমরা এক্ষণে যাহা মানস করিতেছি পরক্ষণেই তাহা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তদ্দ্বারা অশেষবিধ সুখ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হই, এবং বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া পিতা মাতার দুঃখ দূর

করি। মনুষ্যের এরূপ করা মনুষ্যত্বের কার্য্য এবং এরূপ না করা পশুত্বের কার্য্য হয়। পশুদিগের মনে কখন কখন কোন কোন ভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু ধারণাবুদ্ধ্যভাবে স্থির রাখিতে পারে না, এবং বাক্‌শক্তি না থাকায় তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। আহা! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? জ্ঞানি ব্যক্তি ভিন্ন সকল মনুষ্যই আপাততঃ দুঃখ পরিণাম সুখময় কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া চির দুঃখের হস্তে পতিত হয়, তাহাদের জ্ঞান চক্ষু একবারও উন্মীলিত হয় না সুতরাং তাহারা পরিণাম সুখকার্য্য দেখেও দেখে না, যাহারা এরূপ তাহারা মনুষ্য নামধারী পশুবই আর কিছুই নহে। ইতর ইন্দ্রিয় সুখে পরিলিপ্ত থাকা সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ মানব জাতির কর্ম্ম নহে, কেন না তাহা বিনা আয়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে, নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সুখে পরিতৃপ্ত থাকিয়া কদাচ সুখী হইতে পারা যায় না। জ্ঞান স্বরূপ অন্তঃকরণ শেষে তাহাকে অনুতাপ রূপ দণ্ড প্রদান করিয়া থাকে। বিকসিত অরবিন্দাবলী সুশোভিত সরোবরও নানাবিধ উপভোগ্য বস্তু দর্শন করিলে তৃপ্তি সাধন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা পরিণামে বিরস এবং তাহাতে যথার্থ মনের তৃপ্তিসাধন হয় না, যদি তাহাই না হইল তবে মানসিক তৃপ্তিসাধক বস্তুর অন্বেষণ কর, অবশ্যই পাইবে, যত্নের অসাধ্য

কিছুই নাই, সেই তৃপ্তি সাধক বস্তু কি? তাহার উত্তর এই যে ধর্ম্ম ও বিদ্যারত্ন, এই দুইটী উপার্জ্জনে যত্নবান হও। ক্ষণিক সুখের জন্য চেষ্টা করা উচিত বটে, কিন্তু ধর্ম্ম সংলিপ্ত ক্ষণিক সুখ উপার্জ্জন কর, এবং তাহাতে একবারে পরিতৃপ্ত থাকিও না, যেহেতু তোমরা লোভাদি রিপুষট্ক পরিপূর্ণ লোক সমাজে অবস্থিতি করিতেছ কিন্তু তজ্জন্য তাহাতে লিপ্ত হইয়া অবিনশ্বর সুখ রত্ন বিসর্জ্জন দিও না, জগদীশ্বর আমাদিগকে কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দিয়াছেন বটে, কিন্তু সময়ানুযায়ী ব্যবহার করিলে তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন করা হয় এবং সেই কৌশলবান্ মন রচয়ীতার প্রীতি মন সমর্পণ করিয়া যথার্থ আনন্দ লাভ কর, তাহার তুল্য সুখ আর কিছুই নাই, তাহাই অবিনশ্বর সুখ, সেই সুখের সহিত ইন্দ্রিয় সুখের তুলনা করিলে ইন্দ্রিয় সুখ অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, অতএব হে মানবগণ! তোমরা এক্ষণে জ্ঞান প্রদীপ উজ্জ্বল কর।

অসভ্য ব্যক্তিদিগের প্রতি উপদেশ।

হে অসভ্য ব্যক্তিগণ! তোমরা কতদিনে সভ্য পদবীতে পদার্পণ করিবে এবং কত দিনেইবা যথার্থ তত্ত্ব আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে! দেখ তোমরা মিথ্যা বিষয়কে সৎবলিয়া মান্য করিতেছ এবং যে কোন বস্তুকে বা ব্যক্তিকে

অসাধারণ গুণ সম্পন্ন দেখ তাহাকেই পূজার্হ বলিয়া বিশ্বাস কর। পরম পিতা পরমেশ্বর যে মনুষ্যকে সর্ব্বজীব হইতে শ্রেষ্ঠতম পদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা জানিয়াও মনুষ্য নামের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছ না, দেখ সভ্য লোকেরা পরিশ্রম ও বিদ্যা বলে নানা প্রকার উদ্ভিদ ও পশু দুগ্ধ হইতে সুস্বাদু পুষ্টিকর দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইতেছে এবং বিচিত্র হর্ম্ম্য সকল নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বাস করিতেছে, তোমরা তদ্রূপ হস্ত পদাদি বিশিষ্ট হইয়াও কুৎসিত পর্ণ কুটীরে বাস ও মৃগয়ালব্ধ মাংস দ্বারা উদর পূরণ করিতেছ, যথেষ্ট উপাদেয় অন্ন ও অক্লেশ-জনক পবিত্র বস্ত্রাভাবে তোমরা ক্লিষ্ট ও পীড়িত হইতেছ। শাণিত অস্ত্র বহু দিন ব্যবহৃত না হইলে যেমন তাহাতে মরিচা পড়ে, তদ্রূপ তোমাদের মেধা শক্তি চালনাভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যেরা যে সকল শক্তি দ্বারা সুখে কাল যাপন করে তোমাদের সেই সকল শক্তি বিদ্যমান থাকাতেও এত দুঃখে কাল যাপন করিতেছ! যাঁহার প্রসাদে তোমরা এত বল বীর্য্য ধারণ করিয়াছ, যাঁহার প্রসাদে তোমরা মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং তাঁহাকে আরাধনা কর। তোমরা যে কার্য্য করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছ তাহাতে অক্ষয় দুরিত উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব সেই সমুদায় কুৎ-

সিত কর্ম্মের ছন্দাংশে না যাইয়া এবং মিথ্যা কতকগুলি জড় পদার্থের উপাসনা না করিয়া দেব দেব ধর্ম্মাধিপতির আরাধনায় প্রবৃত্ত হও, এবং জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা মনের মলিনতা দূর করিয়া অপার আনন্দ অনুভব কর।

জগৎ পিতা জগদীশ্বর এই ভূমণ্ডলে নানাবিধ জন্তু সৃজন করিয়া মনুষ্য শ্রেণীকে সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদে বরণ করিয়াছেন, মনুষ্যগণ নানাবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া পরমেশ্বরের কার্য্য সকল অবগত হইতেছে, পৃথিবী নানা প্রকার আধার স্বরূপ হইয়াছে। সকল বিদ্যা হইতে সাহিত্য অতি আদরণীয় রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক সাহিত্য শিক্ষার অনেক গুণ, যে ভাষায় সাহিত্য শিক্ষা করা যায় তাহাতেই বুদ্ধি মার্জ্জিত ও তৎতৎ ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে এবং রচনা শক্তির সমধিক প্রাখর্য্য জন্মে এবং ব্যাকরণ শিক্ষার ফল লাভ হয়, বাক্যাবলির অন্বয় করিতে পারা যায়। শুদ্ধ কঠিন শব্দ দিয়া লিখিলে রচনা পারিপাট্য হয় না, রচনার লালিত্য ও মধুরতা না থাকিলে সে রচনা কখনই সুন্দর হয় না। আর প্রবন্ধ সমূহে কর্ত্তা, কর্ম্ম ক্রিয়া যোগ না থাকিলে সে রচনা রচনাই হয় না এবং তাহার কোথা আদি কোথা অন্ত কিছুরই ঠিক থাকে না, আবার সাহিত্য শিক্ষা করিলেই যে রচনা শক্তির প্রাখর্য্য হয় এমতও নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাও

উচিত। লেখকের অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ থাকা আবশ্যক। পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা যে রচনা শক্তি সম্পন্ন ছিলেন সে কেবল সাহিত্য শিক্ষার ফল, অতএব সাহিত্যের প্রতি মনোযোগ করা উচিত।

হে জগদীশ্বর! এতদ্দেশীয় লোকেরা পাপরূপ পিশাচের হস্ত হইতে উদ্ধার হইবার চেষ্টা করিতেছে না, তাহারা ঐ দুরাত্মার হস্তে পতিত হইয়া যে কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে তাহা কে বলিতে পারে। ভিন্ন দেশীয় লোকেরা অর্থের বশীভূত হইয়া এবং কামরূপ পিশাচের অনুবর্ত্তী হইয়া অনায়াসে নরকণ্ঠ ছেদন করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ উপকারী ব্যক্তির উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহার প্রত্যুপকার স্বীকার করে না। তৃতীয়তঃ স্বীয় অভীষ্ট লাভাকাঙ্ক্ষায় পর-সুখের ব্যাঘাত নিমিত্ত অনায়াসে প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথা বলিতেছে। চতুর্থতঃ বিধর্ম্মী লোকের মনোরঞ্জনানুরোধে কদাচারে প্রবৃত্ত হইতেছে। পঞ্চমতঃ ক্ষণিক সুখের জন্য অবিনশ্বর সনাতন ধর্ম্মকে অবহেলা করিয়া কামরূপ পিশাচের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতেছে। ষষ্ঠতঃ যাঁহাদিগের প্রসাদাৎ মনুষ্যেরা এই অচিন্ত্য বিশ্বরাজ্য দর্শন করিতেছে, যাঁহারা তাহাদের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী, যাঁহারা তাহাদিগের প্রাণ রক্ষার্থে স্বীয় প্রাণ দিতে ইচ্ছুক হন, সেই পরমারাধ্য পিতা

মাতাকে যাতনা প্রদান করিতেছে। অষ্টমতঃ ধনো-পার্জ্জনের প্রধান মূল বিদ্যা যাহার গুণ বাক্য ও মনের অগোচর, যাহা দ্বারা সৃষ্ট বিষয়ের গুণ জানা যায়, তাহা উপার্জ্জন করিতে সম্পূর্ণ রূপ স্পৃহা করে না। নবমতঃ অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া পৃথিবীকে তৃণ তুল্য বোধ করে, ইত্যাদি কয়েকটী কুকর্ম্ম দ্বারা এত কষ্ট ভোগী হই-তেছে। হে দেশীয় লোকগণ! কত দিনে তোমরা পাপরূপ পিশাচকে স্বীয় মন হইতে অন্তর করিয়া দিবা।

বাণিজ্যের লাভালাভ।

লোকেরা লাভের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, তন্মধ্যে বাণিজ্য দ্বারা লোকে অনেক ধন উপার্জ্জন করিতেছে এবং এক দেশের লোক স্বদেশীয় উদ্ভাবিত দ্রব্য লইয়া ভিন্ন দেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করত বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। লোকে বাণিজ্য উপলক্ষে ভিন্ন দেশে যাইয়া তৎ দেশস্থ লোকের সহিত প্রণয় ও তত্তৎদেশের জনগণের রীতি নীতি জানিয়া আসিতেছে, এবং নানা ছলে সেই দেশের রাজাকে উৎ-সন্ন করিয়া আপনারা সেই রাজপদবী গ্রহণ করিতেছে। দেখ ইংরেজেরা এতদ্দেশে সামান্যাকারে বাণিজ্য করিতে আসিয়া এক্ষণে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের অধী-শ্বর হইয়াছেন, আর বাণিজ্য উপলক্ষে অনেক দ্রব্যের

পরীক্ষা সিদ্ধ হইয়াছেন, এবং তাহাতে আমাদেরও অনেক উপকার হইয়াছে। দেখ ফিনিসীয় লোকেরা বাণিজ্য ব্যাপারে পরিলিপ্ত থাকিয়া কাচ নামক অপূর্ব্ব পদার্থের উদ্ভাবন করিয়াছে, ঐ দ্রব্য দ্বারা আমাদিগের যে কত দূর উপকার সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে এবং তাহা দ্বারা কত শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আর কত হইবে তাহা বর্ণনা করা সামান্য লেখনীর সাধ্য নহে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই বাক্য প্রাচীন পণ্ডিতগণেরা বৃথা আপনাপন গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশ করেন নাই, ইংরেজেরা বাণিজ্য উপলক্ষে কত ধন উপার্জ্জন করিতেছেন। লাভ না হইলেই বা কেন তাঁহারা বাণিজ্যের নিমিত্ত এত অধিক লোক ও অধিক জাহাজ নিযুক্ত করিবেন? বাণিজ্যের নিরন্তর অনুশীলন দ্বারা ইংরেজদের সৌভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। পূর্ব্বকালে ফিনিসীয়েরা বাণিজ্য করিয়াই সর্ব্ব প্রথমে সভ্য পদবীতে পদার্পণ করিয়াছিল। কিন্তু বিবেচনা পূর্ব্বক বাণিজ্য ব্যাপারে পরিলিপ্ত না থাকিলে সম্পূর্ণ অলাভ দেখিতে পাওয়া যায়, দেখ বিবেচনা পূর্ব্বক না চলিয়া কত লোক ধন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন, অবিবেচনা দোষে অনেক জাহাজ সমুদ্রসাৎ হইয়াছে, গত ঝটিকায় অবিবেচনা দোষে কত লোকের প্রাণ বিনাশ হইয়াছে, বাণিজ্য করিতে গিয়া কেহ কেহ সমুদ্রে অনেক

কষ্ট পাইয়াছেন, এবং চিরকালোপার্জ্জিত ধন সমুদ্র-সাৎ করিয়াছেন। কেহ কেহ বাণিজ্য করিতে আসিয়া অবিবেচনা দোষে তত্তৎ দেশের রাজার ক্রোধের পাত্র হইয়াছেন। দেখ পর্ত্তুগিজেরা এতদ্দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া অবিমৃষ্যকারিতা দোষে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, অতএব ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিয়া বাণিজ্য ব্যাপারে পরিলিপ্ত থাকিলে অলাভ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং অনেক অংশেই মঙ্গল হয়।

হে মানবগণ! প্রথমতঃ মনুষ্যের স্বভাব ও বিবেকশক্তি দ্বারা মনুষ্য-সৃষ্টির বিষয় অবগত হও, তদনন্তর বিবেচ্য বিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে, দেখ করুণাপূর্ণ জগদীশ্বর মনুষ্যকে কি অনির্ব্বচনীয় কৌশলে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে উপদেশ নিরপেক্ষ হইবে সন্দেহ নাই। সকল জীবের মধ্যে মনুষ্যই প্রধান, যেহেতু তাঁহারা অপরাপর প্রাণির উপর আধিপত্য করিতেছেন, এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ কি হেতু মনুষ্য তাহাদিগের উপর আধিপত্য করিতেছে, অবশ্যই বোধ হইবে যে অন্যান্য প্রাণী আমাদিগের মত কতকগুলি বিষয় প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাতেই আমরা তাহাদিগের হইতে শ্রেষ্ঠ ও তাহাদিগকে বশীভূত রাখিয়া সকল কার্য্য তাহাদিগের দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লইতেছি। যদি বল সেই সকল বিষয় গুলি কি? তাহা অমূল্য বস্তু

অর্থাৎ বুদ্ধি বিবেক সত্য সারল্য প্রভৃতি গুণ দ্বারা এত ক্ষমতাপন্ন হইয়াছি, ইহার অভাবেই পশুগণ এত হীন অবস্থায় রহিয়াছে। কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি কি মনুষ্যের নাই? অবশ্যই আছে, তাহা থাকাতেই জগদীশ্বরের বিশেষ নিপুণতা দেখা যাইতেছে, কারণ নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয় গুণের সমাবেশ কেবল মনুষ্যতেই দেখা যাইতেছে, অন্য কোন প্রাণিতে তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। যখন উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি কেবল মনুষ্যের আছে অন্য কোন প্রাণির নাই, তখন পশুর ন্যায় কার্য্য করা মনুষ্যের কদাচ উচিত নহে, যদিও জগদীশ্বর আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দেন নাই, তথাপি ঐ সমুদায় বৃত্তি প্রদান দ্বারাই তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আবার দেখ ঐ শ্রেষ্ঠত্ব কিসে স্থির রাখা যাইতে পারে, শ্রেষ্ঠ পথে চলিলেই সেই শ্রেষ্ঠ পদ রক্ষা হয় এবং অন্যথা হইলে দ্বিপদ্ হইয়া চতুষ্পদ হইতে নীচ হইতে হয়, কারণ পশুরা ন্যায় ব্যবহার করে তাহাতেই তাহাদিগকে স্বাভাবিক অবস্থায় চলে বলিতে হইল, যে ব্যক্তি নীচ প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলে এবং নীচ কার্য্য করে সে তৎ ফল স্বরূপ দুঃখ অনন্ত কালের জন্য ভোগ করিয়া থাকে ও যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করে সে তৎ ফল স্বরূপ সুখ অনন্ত কালের জন্য ভোগ করে।

একবার যাহার সহিত শত্রুতা হইয়াছে, তাহার সহিত পুনঃ সংমিলন করা কদাচ উচিত নহে, যেহেতু সে ব্যক্তি কদাচ আমাদিগের প্রতি সংব্যবহার করে না। "সরিনাম রাজার রাজত্ব কালে এক দল দস্যু অতি প্রবল হইয়া অনেক স্থান অতি বল পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হওয়াতে এক দিবস রাজা তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য কতক গুলি সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন, সৈন্যেরা অনেক কৌশলে তাহাদিগকে ধৃত করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল, রাজা তাহাদিগের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলেন, রাজার প্রধান মন্ত্রী তাহাদিগের মধ্যে একজনকে রূপবান দেখিয়া ঐ দস্যু বালকটীকে কোন সুযোগে খড়্গসাৎ হইতে মুক্ত করিয়া আপনার গৃহে লইয়া গেলেন, এবং পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন, কিছু দিন পরে সে পিতৃ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রির প্রাণ বধ পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আপন দল বৃদ্ধি করিল এবং পিতৃ ব্যবসায় করিতে লাগিল" অতএব দেখ দুষ্ট ও অমিত্রের সঙ্গে মিত্রতা করিলে শেষে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

সকল বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আমাদের পক্ষে উচিত, তাহা হইলে অনুতাপ রূপ দণ্ডের ভাগী হইতে হয় না; এবং অপযশ হইতে

ও বিমুক্ত হওয়া যায়, দেখ যদি আমরা কোন ব্যক্তিকে কখন নিরপরাধে দণ্ড প্রদান করি তখন আমাদের কিছুই উচিতানুচিত বোধ হয় না, কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইলেই আমাদের বোধোদয় হয় এবং সেই দুষ্কর্ম্মটী দুর্নিবার বোধ করিয়া শোকান্বিত হইতে হয়। কথাতেই আছে " চোর পলাইলে বুদ্ধি বাড়ে " অতএব আমরা যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইব, হঠাৎ সে কার্য্য নিষ্পন্ন না করিয়া ভবিষ্যতের ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করা উচিত, যেহেতু না গলা কাটিলে যোড়া লাগিতে পারে না, দুষ্কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া বিবেচনা করা, সেই বিবেচনা বিবেচনাকর্ত্তার কোন কার্য্যে আইসে না, সে কেবল অনুতাপ রূপ দণ্ডের ভাগী হয়, ভদ্রাখ্যানধারী কোন ব্যক্তি রাগান্বিত হইয়া স্বীয় অনুচরবর্গকে বিপক্ষাগত ব্যক্তিদিগের প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দেন, তৎকালে তাঁহাদের ভবিষ্যতে ভাল মন্দ বোধ থাকে না। কর্ম্মটী যথোচিত রূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেলে কর্ম্মকর্ত্তা মন্ত্রিবর্গ লইয়া বিচার করিতে বসেন। হায়! তাঁহারা এরূপ কার্য্য করিয়া সুর্ব্বস্ব ব্যয় করেন, তথাপি ভাল মন্দ বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করা তাঁহাদের উচিত বোধ হয় না।

ভবিষ্যতে উপভোগ করিবার জন্য কোন দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত নহে, কারণ তৎ প্রতি অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে, কোন কোন লোক এমত

আছে যে, তাহাদের ধনের ও দ্রব্যের অভাব নাই, কিন্তু সে এমত জঘন্য সামগ্রী সকল ব্যবহার করে যে তাহাকে অতি দুঃখী লোক বলিয়া বোধ হয়। তাহারা এরূপে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নানা প্রকার পীড়া-গ্রস্ত হইয়া ও তাহার প্রশমনার্থে যৎকিঞ্চিৎ ব্যয় অঙ্গীকার না করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। ভবিষ্যতের ক্লেশ নিবারণার্থে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করিয়া রাখা উচিত বটে, কিন্তু যদি সেই ধন ক্লেশের সময় উপকারে না আসে, তবে সে ধন সঞ্চয় করা বৃথা। কোন কোন লোক এমত আছে যে, তাহারা রোগোদ্রেক হইবা মাত্র আপনার সঞ্চিত ধন গুলি উপাধানের মধ্যে রাখিয়া শয়ন করিয়া থাকে, হায়! জীবের প্রাণ যে কোন্ সময়ে পলাইয়া যাইবে কে বলিতে পারে। অতএব এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে আসিয়া কিছু দিন আমোদ প্রমোদ করা ও পরিণামানুরূপ উপভোগ্য ভোজন করাই সুখের বিষয়, আমরা যাহা উপার্জ্জন করিব তাহার কিছু কিছু অংশ সঞ্চয় করিয়া রাখা আমাদিগের পক্ষে উচিত বটে ও উপার্জ্জিত অর্থ সদ্বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যয় করাও উচিত বটে, কিন্তু অদ্য উপবাস করিয়া কল্যকার নিমিত্ত আহার সঞ্চয় করা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে। আমরা যাহা উপার্জ্জন করি তাহা পরিমিত রূপ ব্যয় করাই আমাদিগের পক্ষে উচিত।

জগৎপিতা জগদীশ্বর আমাদের অধিষ্ঠানভূতা মেদিনী-মণ্ডল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে জল ও স্থল সৃষ্টি করণানন্তর এই পৃথিবীকে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং আমাদের মঙ্গলার্থে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কয়েক প্রকার নিয়ম পাশে নিবদ্ধ রাখিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত কৌশলই মঙ্গলজনক এবং আমাদের হিতের নিমিত্তই তাঁহার কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং জন্ম মৃত্যু সৃষ্টি করিয়া যে তিনি আমাদের সুখের পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য, কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা কদাচ তাহা বিশ্বাস করে না, তাহারা বলে যে জীবের জন্ম শুভকর ও মৃত্যু দুঃখজনক, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটী বলাতে তাহাদের বিশেষ অজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে। তাহারা কখন এমন বিবেচনা করে না যে পরমেশ্বর দুঃখানলে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়াছেন, কোন স্থানে পতিত হইলে কি কখন সে স্থানের মৃত্তিকাকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে? জীবের মৃত্যু সৃষ্টি করা কেবল তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় মাত্র। যদি তিনি প্রাণী সমূহের মৃত্যুর সৃষ্টি না করিতেন তবে সংসারে যে কত দুঃখ উপস্থিত হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কারণ ইহা হইলে মনুষ্যের সন্তান সন্ততিতে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইত, তাহাতে অধিক লোক একত্র

থাকিলে কলহ হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসে বায়ু মন্দ করিয়া তাহাদিগকে রোগা-ভিভূত করে, আবার দেখ পৃথিবীতে প্রায় সাতা-নব্বই কোটি ত্রিশলক্ষ লোকের বাস, সেই সমস্ত লোক ও তাহাদের বংশাবলীতে পৃথিবী মনুষ্যময় হইয়া উঠে, যদি সমস্ত জলভাগ, স্থল ভাগ ও সমুদায় শস্য ক্ষেত্র মনুষ্য বাসের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, তবে তাহারা অল্প দিন কথঞ্চিৎ বাস করিতে সমর্থ হয়, তাহাতে আবার শস্য উৎপন্ন না হওয়ায় অকাল উপ-স্থিত হইত, তাহা হইলে মনুষ্যগণের কি যন্ত্রণা উপ-স্থিত হইত তাহা পাঠকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারি-বেন, তাহাতে পৃথিবীতে সুখ থাকিত না, লোকের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিত না, কেহই বিদ্যার আলোচনা করিত না, কেবল মনুষ্যেরা আপন শরীর লইয়া ব্যস্ত থাকিত, অত-এব জগদীশ্বর মৃত্যুর সৃষ্টি করিয়া আমাদের সুখের পথ প্রদর্শন করাইয়াছেন।

এই সৌরজগৎ জগৎপিতা জগদীশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি অন্তঃকরণে ধারণ করা মানবীয় বুদ্ধির সাধ্য নহে। হে মানবগণ! তোমরা এক্ষণে সেই জগৎ বিধাতার গুণ স্মরণ কর, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য কর, যাহা করিলে তোমরা নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া

জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে উপেক্ষা করা কদাচ তোমাদের উচিত নহে। যাঁহার ইচ্ছায় চন্দ্র সূর্য্য নিয়মানুযায়ী কিরণ দিতেছেন, যাঁহার আজ্ঞায় পৃথিবী দিবারাত্রি অবিশ্রামে পরিভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার আজ্ঞায় সময় মত নানা প্রকার সুরস ফল ও শস্য উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহার আজ্ঞায় ঋতু পরম্পরা উপস্থিত হইতেছে, যাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া প্রাণী সমূহে অশেষ ক্লেশদায়ক রোগ ভোগ করিতেছে, সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য নির্ব্বাণ কর্ত্তাকে বিস্মরণ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় আহার নিদ্রা প্রভৃতি ব্যবহার করা কি সর্ব্বজীব শ্রেষ্ঠ মানব জাতির উচিত হয়? জগৎ-পিতা জগদীশ্বর আমাদিগকে অমূল্য ধর্ম্ম উপার্জ্জনের যে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, সে ক্ষমতা সত্ত্বে যে আ-মরা তাহা উপার্জ্জনে উপেক্ষা প্রদান করিতেছি ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়।

জগৎপিতা জগদীশ্বর আমাদের হিতের নিমিত্তে যে সকল অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম অবধারিত করিয়াছেন, তাহার একটীরও অভাব হইলে আমাদিগকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, দেখ যোগাকর্ষণ আমাদিগের পক্ষে কত মহোপকারী যে যোগাকর্ষণের প্রভাবে পরমাণু সকল একত্রীভূত থাকিয়া স্থূল জড় পদার্থ সকল জন্মিতেছে, সেই যোগাকর্ষণের অভাব হইলে আমরা যে কোথায়

যাইতাম তাহা বলা যায় না, যোগাকর্ষণ না থাকিলে এই প্রকাণ্ড জড়ময় পৃথিবী ক্রমে ক্রমে স্ফীত হইয়া ইহা অপেক্ষা আরও কোটী শত গুণ অধিক স্থান ব্যাপক হইত, সুতরাং বায়ুবৎ হইয়া সমস্ত জগৎ পরমাণু পুঞ্জ বই আর কিছুই দৃষ্ট হইত না, আরও যদি যোগাকর্ষণ হ্রস্ব করা যায় তবে সেই প্রকাণ্ড তরল রাশিও তদপেক্ষা অসন্নিকৃষ্ট পরমাণু হইয়া অতি প্রকাণ্ড পরমাণুময় হইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে যোগাকর্ষণ শক্তি সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইলে আর সেইরূপও থাকে না, পরমাণু সমস্ত দিগ্দিগন্তরে প্রস্থান করত অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত হইবে, যদি এইরূপ পৃথিবীস্থ তাবৎ জড় পদার্থ ঐরূপে যোগাকর্ষণ পরিত্যাগ করিয়া উক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে এক্ষণে পৃথিবীতে যে সকল অত্যদ্ভুত ঘটনা সঙ্ঘটিত হইতেছে তাহার বিন্দু বিসর্গও থাকিত না, ফলতঃ যোগাকর্ষণ গুণ সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর আপনার মহিমা সম্যক রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, জগৎ পিতার কি অসীম শক্তি! কি অপার মহিমা, কি অনন্ত কৌশল।

এই অখিল বিশ্বের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলে জগৎপিতা জগদীশ্বরের যে কত মহিমা বিদ্যমান আছে তাহা অনায়াশে জানিতে পারা যায়, তাঁহার মহিমা মনে ধারণ করা অতুল আনন্দের বিষয়, সে

স্বানন্দের সহিত তুলনা করিলে সামান্য ইন্দ্রিয় সুখ তুচ্ছ করি বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার মহিমার ইয়ত্তা করা মদীয় সামান্য বুদ্ধির সাধ্য নহে। আহা! আমরা যে দিকে নয়নার্পণ করি সেই দিকেই জগন্নিয়ন্তার অপার মহিমা প্রকাশ পাইতে দেখি। দেখ কোন স্থানে বিশাল শিলা মেঘ সমুচ্চয় স্পর্শ করিয়া নিজ মস্তক করিয়াছে, সময় বিশেষে স্থান বিশেষ পরম রমণীয় হইয়া উঠে, বর্ষাকালে মলয় পর্ব্বতের শিখর দেশে নব জলধরপটল সংযোগে কি অনীর্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে তাহার অদ্ভুত ভাব মনোমধ্যে ধারণা করা কাহার সাধ্য নহে।

আমিষ ভক্ষণ উচিত কি না?

মানবগণ যে যে বস্তু আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে মৎস্য তাহাদের মধ্যে একটী প্রধান খাদ্য, কিন্তু মৎস্য মাংস ভোজন করা যে পরম পিতা পরমেশ্বরের নিষিদ্ধ, তাহা তাঁহারা ভ্রমক্রমেও বিবেচনা করেন না, বাস্তবিক আমিষ ভক্ষণ যে নিষিদ্ধ তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ জীবগণ তাঁহার আজ্ঞায় সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার আজ্ঞায় নিয়মিত কালে প্রাণত্যাগ করিতেছে। যদি আমরা তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কোন প্রাণির প্রাণ সংহার করি

তবে কি তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না? না কি তাহাতে পাপাসক্ত হইতে হয় না? অবশ্যই হয়; জ্ঞানী মাত্রেই ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। যখন জগৎ পিতা জগদীশ্বর আমাদের আহারার্থে নানা প্রকার সুস্বাদু ফল মূল সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন সে সকল বিদ্যমান থাকিতে কেন পরমাংসে জীবন ধারণ করিয়া তাঁহার ঘৃণার্হ হইব। পৃথিবীতে আসিয়া যত তাঁহাকে সুখী করিতে পারি পরকালে ততই সুখরত্ন লাভ করা যায় সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর যদি মাংস আমাদের আহারোপযোগী করিতেন তবে তিনি কদাচই এত ফল মূল সৃষ্টি করিতেন না, কয়েক প্রকার মসলা সৃষ্টি করিলেই পর্য্যাপ্ত হইত, অতএব মৎস্য মাংস ভোজন করা আমাদের কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ আমিষ ভক্ষণ করিলে জিঘাংসা বৃত্তি বর্দ্ধিত হয় সন্দেহ নাই। দেখ সিংহ ব্যাঘ্রাদি মাংস ভোজন করিয়া কত উগ্র স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, হস্তী হরিণাদি ফল মূল ভোজন করিয়া কত শান্ত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। নিরামিষ ভোজী ক্ষীণ দিগের সহিত মাংসাসী নবজিলণ্ড দিগের সহিত তুলনা করিলে সহস্র গুণে চীনদেশীয় দিগকে শান্ত প্রকৃতি বোধ হয়, জগদীশ্বর আমাদিগকে সর্ব্বজীব হইতে প্রধান করিয়াছেন তদনুসারে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে শান্ত স্বভাবাক্রান্ত হওয়াই

তাঁহার অভিপ্রায়, সুতরাং মৎস্য মাংস ভোজন করা নিয়মের বহির্ভূত কর্ম্ম। তৃতীয়তঃ মাংসাশীরা বলেন মাংস ভোজনে শরীরের বল বৃদ্ধি করে, একথা সত্য বটে, কিন্তু ফল মূল ভোজনে তাহা অপেক্ষা বলাধিক্য হয় সন্দেহ নাই। ব্যাঘ্রেরা বলবান বটে, কিন্তু ফল মূল ভোজী হস্তী তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ বলধারী তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং ফল মূলই যথার্থ আমাদের খাদ্য, তবে মৎস্য মাংস ভোজন করা নিয়মের বহির্ভুত কর্ম্ম তাহার সন্দেহ কি? চতুর্থতঃ পরের উপকার সাধন ও জীব জন্তু দিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার জন্য পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া দিয়াছেন, কিন্তু যদি আমরা কোন প্রাণির প্রাণ সংহারে উদ্যত হই তবে তাঁহার নিকট কত বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করা হয়, অতএব মৎস্য মাংস ভোজন করা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ নহে, মাংসাশীরা বলেন অন্যে জীব হিংসা করিবে আমরা কেবল ভক্ষণ করিব তাহাতে আমাদিগকে পাপী হইতে হইবে কেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা যে তাঁহারা ভক্ষণ না করিলে কেন তাহারা জীব হিংসা করিবে? জগতের সমুদায় লোক যদি নিরামিষ ভোজী হয় তবে কি কসাই লোক জীবহিংসা করে? আবার তাঁহারা স্বপক্ষ রক্ষার্থে বলেন, পৃথিবীর জীব সকলের মন্দীভুত করিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাদি-

গকে প্রাণ সংহারের ক্ষমতা দিয়াছেন এ কথা সম্পূর্ণ অলীক, কারণ তিনি জীব সকলের মন্দীভূত করিবার জন্য মৃত্যু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাণ সংহারের ভার দেওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না, অতএব মৎস্য মাংস ভোজন কদাচ জগৎপিতার অভিপ্রায় নহে, সিংহ ব্যাঘ্র মাংস ভোজন করে বলিয়া মনুষ্যের সেরূপ করা কদাচ উচিত নহে।

মাতৃ স্নেহ।

আমরা এই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারি প্রযত্নে বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়াছি, যাঁহার প্রযত্নে আমাদের ভক্ষাভক্ষ বোধ হইয়াছে, যাঁহার প্রযত্নে জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া হিতাহিত বোধ জন্মিয়াছে, যাঁহার প্রভাবে আমরা জগৎপাতা জগদীশ্বরের সৃষ্ট বস্তু সকল উপভোগ ও সৃষ্টির কারণ করিয়া অতুল আনন্দ ভোগ করিতেছি, যিনি আমাদের সুখে সুখী ও আমাদের দুঃখে দুঃখী, যিনি আমাদের প্রাণ রক্ষা হেতু স্বীয় প্রাণ ত্যাগ করিতে পরাংমুখ নহেন, যিনি আমাদিগকে কৃতবিদ্য দেখিয়া মনানন্দ লাভ করেন, যিনি স্তন্য পান দ্বারা আমাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছেন, আমরা পীড়িত হইলে যিনি পীড়িতের ন্যায় ব্যবহার করেন, সেই পরমারাধ্যা জননীকে ভক্তি করা তাঁহার

প্রত্যুপকার স্বীকার করা, তাঁহার আজ্ঞানুসারে সকল কার্য্য করা, দৈব ক্রমে তিনি শোকাকুল হইলে তাঁহার দুঃখের উপর সুখের ছায়া পাতিত করা, সর্ব্বতোভাবে পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, না করিলে প্রত্যবায় আছে, পরলোকে নীরয়গামী হইতে হয়। ফলতঃ পৃথিবীতে জননী ব্যতিরেকে স্নেহাস্পদ ব্যক্তি আর কেহই নাই, দীর্ঘকাল অনশনের পর অন্ন ভোজন করিলে যেমন তৃপ্তি জন্মে, তপন তাপে তাপিত হইয়া সুবিমল স্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিলে অঙ্গ সন্তাপ দূরীকৃত হয়, জননী পুত্রের মুখ কমল দর্শনে সেইরূপ অপার আনন্দ অনুভব করেন সন্দেহ নাই, পুত্রের মুখ কমল দর্শনে শোক সন্তাপ সুদুঃখিতা জননীর অধৈর্য্য বলে মধুরহাস্যের উদয় হয়; দূরদেশগামী পুত্রের আগমন সংবাদ শ্রবণ করিলে বিভ্রান্ত চিত্তের ন্যায় পথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, আহা! তাঁহার মহিমা মনে ধারণ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়, সেই পরমারাধ্যানীয়া মাতাকে অশ্রদ্ধা করা অধম লোকের স্বভাব, যে ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ক্লেশ দেয় ও তাঁহার অবাধ্য হইয়া উঠে, তাহারি মত হতভাগ্য লোক আর দ্বিতীয় নাই, সে ইহ লোকে মনুষ্য মণ্ডলীর ও পরলোকে জগদীশ্বরের নিকট ঘৃণিত হয় সন্দেহ নাই।